যুগান্তর

২৬ APR 2007
পৃষ্ঠা ৩৮ কলাম ৪

ঢাবিতে মাস্টার্স উত্তীর্ণদের হল ত্যাগের নির্দেশ

বিক্ষোভ ভাংচুরে নেতৃত্বদানকারীদের তালিকা প্রস্তুত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে অবৈধভাবে অবস্থানকারী মাস্টার্স উত্তীর্ণ ছাত্রদের অনতিবিলম্বে হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বুধবার প্রভোস্ট কমিটির এক সভা থেকে এ নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে ১৫ দিনের মধ্যে হল ছাড়ার নতুন নিয়মও করা হয়েছে এ সভায়। এর আগে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপাচার্য মুহসীন হলে ইতিপূর্বে সিট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছেন। আইনবহির্ভূতভাবে সিট বরাদ্দের ঘটনায় জড়িত আবাসিক শিক্ষক হাবিবুল্লাহ ভূঁইয়া পদত্যাগ করেছেন। তবে তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

ওদিকে জরুরি অবস্থা ভেঙে মঙ্গলবার রাতে মুহসীন হলে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্রদের চিহ্নিত করেছে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ২০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এরা ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবিরসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী।

বুধবার রাতে প্রশাসনিক ভবনে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সভাপতিত্বে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে কোন ছাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে ১৫ দিনের বেশি হলে থাকতে পারবেন না। নতুন সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে ছাত্র যে কক্ষে বা সিটে বর্তমানে অবস্থান করছেন, তাকে সে কক্ষে এবং সিটেই বরাদ্দ দেয়া হবে। ব্লক ভিত্তিতে সিট বরাদ্দের নোটিশ দেয়া যাবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে

নির্দেশ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

নির্দেশ : হল ত্যাগের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিট বরাদ্দ দেয়া হবে। হলের খাবার মান উন্নয়নে ছাত্রদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হবে। দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রভোস্টরা সরাসরি বিষয়টি তদারকি করবেন।

ভাংচুরকারীদের শনাক্ত

মঙ্গলবার রাতে মুহসীন হলে বিক্ষোভ ও ভাংচুরে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের তালিকা তৈরি করেছেন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ২০ ছাত্রকে ঘটনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। তালিকাভুক্তরা ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবিরসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের জুনিয়র ও হল পর্যায়ের নেতাকর্মী বলে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, ২০ জনের মধ্যে একজন ছাত্রদল নেতা রয়েছে, যে ছাত্রদলের এক শীর্ষ নেতাকে প্রায় ১ লাখ টাকা দিয়ে অবৈধ উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে চতুর্থ বর্ষে পড়ে সে। ভর্তির পর থেকে সে ছাত্রদল করে এবং ক্যাম্পাসে ছিনতাইসহ হলে ফাও খাওয়া এবং সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত। আরেকজন আছে যে ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। সে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। মারামারিতে এ দু'জনের ভূমিকা ছিল বেশি মারমুখী। এছাড়া আরও কয়েকজন রয়েছে, যারা সিট আন্দোলনের চেয়ে দোকানদার, ক্যান্টিন মালিকসহ হলের কর্মচারীদের মারধরে বেশি ব্যস্ত ছিল। অভিযোগ রয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গত ৫ মাস ধরে ফাও খেতে না পারায় এই সুযোগে তারা ঝাল মিটিয়েছে সংশ্লিষ্টদের ওপর। মারামারিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুলিশ যাদের চিহ্নিত করেছে তারা হল— হল ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এহতেশাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক, সহ-সভাপতি রাজন, কামরূল (রুম-৩৫৬/৩৫৭), রাসেল (৩৪০), রাশেদ (৫০৫), শাহীন (৬০৩), রফি (৫৫২), জিয়া (২০৫), মোজাম্মেল (৩১৪), মেহেদী (বাংলা-কক্ষ-৪৪৪), মেহেদী (২৪২), ইসহাক (৩৫৫), সাইফুল (৩৩০), বাবু (৩৬৩), রিপন (১১১), জালাল (২৪১), মিঠুন (১০৯), রাজন (৪৬৯), তুষারসহ আরও অনেকে।

এদিকে পুলিশসহ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মুহসীন হলের ঘটনাকে পরিকল্পিত হিসেবে মনে করছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, অন্যান্য হলেও এর আগে একইভাবে মাস্টার্স পাসকারী ও অনাবাসিক ছাত্রদের হল ত্যাগ এবং বৈতাবাসিক ছাত্রদের নবায়ন, অন্যথায় হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে নোটিশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন হলে ছাত্র বিক্ষোভ হয়নি।